সমকাল

তারিখ ..04 MAR 2016.. ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৪ .....

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের পে স্কেল

# বৈষম্য নিরসনে মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠক রোববার

■ বিশেষ প্রতিনিধি

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের বেতন বৈষম্য নিরসনে আগামী রোববার বৈঠকে বসছে মন্ত্রিসভা কমিটি। বেতন বৈষম্য নিরসন সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির আহ্বায়ক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত এই বৈঠক ডেকেছেন। তার নেতৃত্বে ওইদিন দুপুর দেড়টায় অর্থ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বৈঠকে শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু, বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ, শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ, আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার আনিসুল হক, জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ইসমাত আরা সাদেক ও অর্থ প্রতিমন্ত্রী আবদুল মান্নান অংশ নেবেন।

তবে বৈঠকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ডাকা হয়নি। দাবি পূরণের জন্য তারা আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত চূড়ান্ত আলটিমেটাম বেঁধে দিয়েছেন। এর মধ্যে দাবি পূরণ না হলে ফের আন্দোলনে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। গত ২৩ ফেব্রুয়ারি সংবাদ সম্মেলনে তারা এ ঘোষণা দেন।

জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সমকালের কাছে রোববারের বৈঠকের সত্যতা স্বীকার করেন। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের সমস্যাগুলোর সম্মানজনক সমাধানের জন্য মন্ত্রিসভা কমিটির সদস্যরা দ্বিতীয়বারের মতো সভায় বসছেন।

জানা গেছে, প্রথম বৈঠক হয়েছিল ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে। তবে প্রথম সভার অনেক সিদ্ধান্তই ১৫ ডিসেম্বর প্রকাশিত অষ্টম বেতন স্কেলের গেজেটে রাখা হয়নি বলে শিল্পমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ এর আগে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

মন্ত্রিসভা কমিটির দু'জন সদস্যের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের আশ্বস্ত করেছেন। শিক্ষকরাও প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আস্থা রেখে আন্দোলন প্রত্যাহার করেছেন। তাই তাদের বিষয়টি আর ঝুলিয়ে না রেখে সম্মানজনক সমাধানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে চান তারা।

এ বৈঠক সম্পর্কে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৭

## বৈষম্য নিরসনে মন্ত্রিসভা

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক এএফএম মাকসুদ কামাল সমকালকে বলেন, তাদেরও এ বৈঠকে ডাকার কথা ছিল। অথচ ডাকা হলো না। ডাকা হলে তারা কমিটিকে নানা তথ্য দিয়ে সহায়তা করতে পারতেন।

একাধিক সূত্র জানায়, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের কতজনকে সিনিয়র সচিবের মর্যাদায় বেতনক্রম ঘোষণা করা যায়, সেটি নির্ধারণ করা হবে ওই সভায়। এ জন্য একটি প্রস্তাব তৈরি করেছে অর্থ মন্ত্রণালয়। এই প্রস্তাবে অন্তত পাঁচ বছর অধ্যাপক পদে সন্তোষজনক চাকরির মেয়াদ পূর্ণ হলে তাদের মধ্যে থেকে ৮ জনকে সিনিয়র সচিবের সমান বেতনক্রম দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এ ছাড়া প্রভাষক, সহকারী অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপকদের পর্যায়ক্রমিক পদোন্নতির স্বার্থে উচ্চতর গ্রেডের পদ সৃষ্টিরও প্রস্তাব করা হয়েছে।

সুপার গ্রেড বা সরকারের সিনিয়র সচিবের পদমর্যাদায় বর্তমানে জনপ্রশাসনে ৫ জন, সেনাবাহিনীতে ৫ জন এবং পুলিশে একজন রয়েছেন। সে হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের জন্য ৮ জনকে রাখার কথা ভাবা হচ্ছে।

বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী যদি কোনো শিক্ষকের পিএইচডি ডিগ্রি না থাকে, তাহলে ওই শিক্ষকের অন্তত ২৫ বছর চাকরির মেয়াদ পূর্ণ হলে, ন্যূনতম ১৪ বছর সহযোগী অধ্যাপক পদে চাকরির অভিজ্ঞতা থাকলে, ন্যূনতম ১৫টি গবেষণা প্রবন্ধ স্বীকৃত জার্নালে প্রকাশিত হলে, সহযোগী অধ্যাপকের মেয়াদকালে ৭টি গবেষণা প্রকাশনা থাকলে অধ্যাপক পদের জন্য দরখাস্ত করতে পারেন। যদি কোনো শিক্ষক পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন, তখন ৬ বছর সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে চাকরির অভিজ্ঞতা এবং উল্লিখিত গবেষণা প্রবন্ধের শর্ত পূরণ সাপেক্ষে শিক্ষকতায় সক্রিয় ১২ বছর চাকরি শেষ করার পর তিনি অধ্যাপক পদের জন্য আবেদন করার যোগ্যতা অর্জন করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন অধ্যাপকের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, অনেকের মনে ধারণা হতে পারে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষকই বোধ হয় গ্রেড-১ পর্যন্ত যেতে পারেন। আসলে তা নয়। শিক্ষকতায় ন্যূনতম ২০ বছর চাকরিকাল ও ৫ বছর অধ্যাপক হিসেবে চাকরির অভিজ্ঞতা থাকলে এবং ৩৯ হাজার ৫০০ টাকা স্কেলে (৭ম বেতন স্কেল অনুযায়ী) ১ বছর বেতন পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের মোট পদের মধ্যে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে ২৫%-এ থাকলে অধ্যাপকরা গ্রেড-১ পাওয়ার শর্তাবলি পূরণ করেন। সচরাচর কোনো শিক্ষকের অধ্যাপক হিসেবে ন্যূনতম ১৫-২০ বছর চাকরিসহ সর্বমোট চাকরিকাল ২৭ বছরের ঊর্ধ্বে হলে গ্রেড-১ অধ্যাপক হতে পারেন। পিএইচডি ডিগ্রি না থাকলে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে গ্রেড-১ অর্জন করা অসম্ভব।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সভাপতি অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ সমকালকে বলেন, শিক্ষকরা বিভিন্নভাবে বৈষম্যের শিকার। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের জন্য কোনো উচ্চশিক্ষা বৃত্তির সুযোগ নেই, যা আমলাদের রয়েছে। বিদেশি কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পেলেই আমলারা সরকারি কোষাগার থেকে ৩৫ লাখ টাকা পান, যা শিক্ষকদের জন্য নেই। যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার একজন সরকারি কর্মকর্তা গাড়ি ক্রয়ের জন্য সুদমুক্ত ৩০ লাখ টাকা পেয়ে থাকেন এবং রক্ষণাবেক্ষণ খরচ হিসেবে পান মাসিক ৪৫ হাজার টাকা। এ ধরনের কোনো সুযোগ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নেই।